ক্লিনিক্যাল

বারান্দায় এক রাত

মো: আবু তারিক

[ক]

ছোট্ট মোড়ের রাস্তাটা হঠাৎ কমলা হয়ে গেল! দীপ মুগ্ধচোখে আকাশের রং বদল দেখছে, প্রায় একঘণ্টার তীব্র বিরক্তি দূর করতে এটা খুব সাহায্য করল। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, বিরাট গোল চাকতি থেকে ঠিকরে কমলা রঙ বেরোচ্ছে; চারপাশের গাছ-পালা, ধানক্ষেত, বাড়ী-দোকান, টিনেরকোণা এখন কমলায় স্নান করছে। অস্ফুটে দীপ বলে উঠল "অপূর্ব", তার মনে পড়ল সূর্যাস্তের আধঘন্টা আগে ঢাকার উঁচু দালানগুলোতে যেভাবে কমলারশ্মির বিচ্ছুরণ দেখে সে; তবে এখানকার এই সৌন্দর্যের কাছে ওটা অতি নস্যি।

বৃহস্পতিবার সাধারণত কখনও বাড়ী থেকে ঢাকা যায় না দীপ, বরং এ দিনটা ঢাকা থেকে বাড়ী ফেরার দিন। কিন্তু নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে আজ তাকে বের হতে হয়েছে। দুপুর ৩টায় বাসা থেকে বের হয় সে, সোয়া ৩টার বাস ধরতে তাকে নিউমার্কেট যেতে হবে। বাসগুলো সাধারণত আধঘন্টা থেকে ১ঘন্টা দেরী করে, তাই সে দেরী করেই বেরোল, রিকশায় নিউমার্কেট যেতে ১২-১৫ মিনিট লাগে, তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু আজকের অস্বাভাবিক নির্জনতা তার আত্মবিশ্বাসের দড়ি ধরে টান দিল, রাস্তায় কোন রিকশাতো দূরের কথা ইজিবাইক বা ভ্যান পর্যন্ত নেই। অনেক কষ্টে যখন সে নিউমার্কেট পৌঁছলো, শুনতে পেল বাস মাত্র ৫মিনিট আগে চলে গেছে, তবে নিয়মিত রুট বন্ধ থাকায় ঝিনাইদহ হয়ে এটা যাবে। দীপ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল; বাইক ভাড়া করে ছুটল বাস ধরতে, এদিকের রাস্তা তার কাছে ডালভাত, অলিগলি দিয়ে একটানে ছুটে সাধুহাটির মোড়ে পৌঁছল। কিন্তু ভাগ্য এত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিলনা। কালীগঞ্জে গিয়ে দীপ শুনল সে, বাসের টায়ার পাংচার হওয়ায় রাস্তায় বসে আছে, আসতে দেরী হবে।

নীল প্রায় ২০ মিনিট বাইরে কাটালো, রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরল, রাস্তার পাশের দোকানে বাঁদরের নাচ দেখল, এবং লোক হয়ে দাঁড়িয়ে পথেঘাটের মতো টি-স্টলের চা খেল, অবশেষে কাউন্টারে ফেরত আসল। দেখল ওখানে যে বসে আছে তার মুখ সন্ধ্যাবেলার অন্ধকার, প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা মুখ সহ্যের আকার তাকে আরো বিরক্ত মনে হলো।

নীল — "আঙ্কেল, আর কতক্ষণ?"

গোঁফওয়ালা — "চা খেয়েছেন?"

নীল মাথা নাড়ালো — "হ্যাঁ।"

গোঁফওয়ালা — "চলে আসবে, বসেন কিছুক্ষণ।"

নীল মুখোমুখি বসে রইল, এরই মধ্যে ট্রাকভর্তি মালামাল হাজির হলো, কুলিদের হাঁকডাক মুহূর্তে রাস্তাঘাটে প্রাণ সঞ্চার করল।

এসময় হঠাৎ কদাকার একটি ছেলে ভিতরে আসল।

ছেলেটাকে দেখেই গোঁফওয়ালা চিৎকার করে উঠল — "মুচি, যা এখান থেকে। নইলে লাথি খাবি।"

ছেলেটি কি ভেবে দৌড় দিল।

নীল বেশ বিরক্ত হল, প্রশ্ন করল — "এভাবে ছেলেটাকে বকা দিলেন কেন?"

গোঁফওয়ালা — "জানেন না, ওটা একটা শয়তানের বাচ্চা। যা পায়, তাই চুরি করে। এমনকি যারা তাকে বড় করেছে, তাদেরও সবকিছু চুরি করেছে এই হারামজাদা।"

নীল বেশ অবাক হলো, লোকটাকে আর ঘাঁটালোনা।

ইলেকট্রনিক্সের সঙ্গে ঝোঁক ছিল, যে কিছুক্ষণের জন্য। নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে নীল প্রায়ই techcrunch.com এ ঢুঁ দেয়। ওটা একসময় চমৎকার আবিষ্কার ওখানে প্রকাশ করত, কিন্তু দিনদিন মজা-মসকরা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে।

তবে দীপের বরাবরের পছন্দ ছিল reddit.com ; ওটা নিউজ বুকমার্ক সাইট যা দুনিয়ার সবখবরের নিউজ কভার করে থাকে, পাঠকদের ভোটে টপ নিউজ নির্বাচিত হয়। তবে অতি আমেরিকান কমিউনিটি হওয়াতে দীপ এখান থেকে অনেকটাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

[৫]

চাপাখিল থেকে ভ্যানে চড়েছে প্রায় আড়াই ঘন্টা হলো। চিরচেনা নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী সবাই জড়ো হয়েছিল তাকে বিদায় জানাতে, পরিবেশটা হঠাৎ করে বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে বাড়ীতে সে বড় হয়েছে তার প্রতিটা কোণ, মান-অভিমান-অবসরের চৈইতোলা বারান্দা, তার খুবপ্রিয় শিমুলতলা, কিছুদূরে নদীর পাড় যেখানে প্রথম সে সাঁতার কেটেছে, সবকিছু তার ভেতরে অব্যক্ত হাহাকারের জন্ম দিচ্ছে। মা-বাবা, চাচা-চাচী সবাইকে ছেড়ে তাকে যেতে হচ্ছে, সবাই জানে তবু যেন মেনে নিতে পারছেনা, রথীদি তাকে আর সুখে-দুখে আগলে রাখবেনা, হাসেনদার ভেজা চোখ, দূর বাগানের বুড়ী সবাই আজ তাকে বিদায় জানাতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ভ্যানে ওঠার আগে শেষবারের মত বকুলতলার দিকে তাকাল, সখীদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই ওখানে খেলতে আসত, কতদিন মার উপর রাগ করে এখানে এসে বেলা পার করেছে, বান্ধবীদের জন্য মালা গেঁথে দিয়েছে! আর সব ছাড়তে হচ্ছে তাকে, জানেনা সামনে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে!

ভ্যানটা যখন মুদির দোকানের মোড়টা ছাড়াল তখনও সে তাকিয়েছিল বাড়ীর দিকে, আশা ছিল যদি একবার দেখতে পায়! কিন্তু শিপ্রা আসেনি, ছোট্ট বোনটা যেকিনা একটু বকা দিলেই গাল ফুলিয়ে বসে থাকত, কদিন আগেও যাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হতো, ঝিনুকের মালা দেয়নি

বলে ওদিন রাগ করে কথা বন্ধ করেছিল, সেই শিপ্রা তাকে বিদায় দিতে আসেনি। কাল রাতে যখন কোলে নিয়ে শিপ্রাকে বলল যে আর সে চলে যাবে, কোনভাবেই তাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। অনেকক্ষণ পরে যখন সত্যিটা বুঝল তখন শিপ্রার দুচোখে সাগর নামল, তাকে দিদিকে ফেলে দৌড়ে চলে গেল, কপাট থেকে পেছন ফিরে বলল "দিদি সত্যি তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি?"

আঁচল দিয়ে চোখ মোছে শিখা; পুরোনাম শিখারানী ধর। আজকের দিনটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, নিয়তি কোনদিকে মোড় নেবে তা নির্ভর করবে কয়েকঘন্টার মধ্যেই। চাপাখিল থেকে লেবুতলার দূরত্ব ২কিমি, রাস্তা ভাল না হওয়ায় ভ্যানে যেতে প্রায় এক ঘন্টা লাগল। শিখা রাস্তায় ভ্যান দাঁড় করিয়ে রেখে তার স্বামীর বাড়িতে ঢুকল।

বিশ্বের সেরা সৃষ্টি মানুষ যখন নিচে নামে তখন হীনতায় নিকৃষ্টতম পশুকেও হার মানায়। একঘন্টা পর শিখা যখন বাড়ী থেকে বের হলো তখন তার সারাদেহে পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন দৃশ্যমান হলো। শিখা আগেই জানত এখানে তাকে বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু সেটা যে এত নিচ হবে, পশুর পর্যায়ে চলে যাবে সেটা তার চিন্তারও বাইরে ছিল।

শিখার শারীরিক অবস্থা দেখে দরিদ্র ভ্যানচালক ভয় পেল, জানতে চাইল তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে কিনা। শিখা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল এখানে নোংরা কিছু হলে তার মামীর কাছে যাবে, সেখানেই কাজের চেষ্টা করবে। ভ্যান আবার সাতমাইল বাজারের দিকে রওনা দিল। কিন্তু শিখার প্রমাদ গোনায় কিছু ভুল ছিল, তার মাথায় ক্ষত ক্রমশ তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। সাতমাইল পৌঁছার আগমুহূর্তে শিখা জ্ঞান হারালো।

[গ]

ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দীপ মোড় পেরিয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল সামনে ভ্যান থেকে একজন নিচে পড়ে গেল। ভ্যানচালক চিৎকার করে আশেপাশের সবাইকে ডাকল, দ্রুত শিখাকে রাস্তা থেকে তুলে ভ্যানের উপর তুলল। দীপ দ্রুত দৌড়ে কাছে গেল, ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে শিখার চোখেমুখে পানি ছিটালো। ~~অল্প ক্ষণ~~ নিমেষে ভ্যানের চারপাশে ছোটখাটো জটলা তৈরি হল। কেউ রোগীকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, কেউ হাত-পা নাড়া দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে, কেউ নাড়ীর গতি বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু রোগীর জ্ঞান ফিরল না।

দীপ খেয়াল করল রোগীর মাথায় গভীর ক্ষত, রক্ত জমাট হয়ে আছে, মুখে-হাতে পরিষ্কার ক্ষতচিহ্ন. যা কেবল আঘাত থেকে হতে পারে। সে ভ্যানচালককে ডেকে বলল —"অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, রোগীকে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।" অনেক ব্লিডিং হয়েছে।"

ভ্যানচালক — "হ স্যার, অহনই লওয়ান লাগে, নাইলে বাঁচান যাইবো না।"

কিন্তু বিধিবাম, কাছে কোন হাসপাতাল নেই. শুধু একটা কমিউনিটি ক্লিনিকই এখানকার লোকদের ভরসা। সবাই ধরাধরি করে শিখাকে গ্রাম্য ক্লিনিকে নিয়ে গেল। শিখাকে দ্রুত ভেতরে নেওয়া হলো, নার্সরা খুব দক্ষতার পরিচয় দিল, শোভাগ্যবশত একজন চিকিৎসক পাওয়া গেল যিনি তৎক্ষনাৎ চিকিৎসা শুরু করলেন।

বাইরে জটলা কমে গেল, উৎসুক লোকজন চলে গেল। আধঘন্টা পর জানা গেল রোগীর জ্ঞান ফিরেছে তবে খুব দুর্বল, আঘাতগুলো মারাত্মক, নিবিড় চিকিৎসা দরকার। জরুরী ভিত্তিতে কিছু ওষুধ কেনা দরকার.। রোগীর আত্মীয়স্বজন না থাকায় স্থানীয় লোকজন চাঁদা তুলে ওষুধ কেনার ব্যবস্থা করল।

দীপ ঘড়ি দেখল, তখন ৭টা বাজে, তার বাস পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। সে ঠিক করল আর রাতটা হাসপাতালেই কাটাবে, বাইরে থেকে খেয়ে রোগীর জন্য খাবার নিয়ে ~~[illegible]~~ ক্লিনিকে আসল, তখন রোগী ঘুমাচ্ছে। দীপের একজন সঙ্গী জুটল, ছেলেটি প্রথম থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে রোগীর দেখভাল করছে, জিজ্ঞেস করলে জানাল তার নাম প্রকাশ, ~~[illegible]~~ এখানকার স্থানীয়।

দীপ — "রোগী কথা বলেছে?"
প্রকাশ — "হ্যাঁ, তবে খুব দুর্বল; কথা বোঝাও যাচ্ছেনা।"
দীপ — "আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া দরকার।"
প্রকাশ — "সঙ্গে মোবাইল বা কোন কাগজপত্র নেই। কথা বলতে পারলে কাল সকালে খবর দেব।"
দীপ — "সদর হাসপাতালে নিতে হবে।"
প্রকাশ — "কাল নিতে হবে। ডাক্তার বললেন যে তিনি ব্যবস্থা করবেন।"

~~[illegible]~~ বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে দীপ বুঝল যে ছেলেটির মন পরিষ্কার, কুটিলতা সেখানে স্থান পায়না। সে আরও জানতে পারল, প্রকাশ প্রায়ই অনেকভাবে সাহায্য করে থাকে, অনেকটা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' টাইপের ছেলে, তবে সে খুব সচেতন ও স্থানীয় রাজনীতি অঙ্গন তার নখ-দর্পণে। আরো রাত হলে দীপ প্রকাশকে বাসা থেকে খেয়ে আসতে বলল।

একজন নার্স যাচ্ছিল পাশ থেকে।
দীপ ডাকল — "সিস্টার।"
নার্স — "জী, বলেন।"
দীপ — "পেশেন্টের অবস্থা এখন কেমন?"
নার্স — "এখন একটু ভাল।"
দীপ — "ঘুম ভেঙেছে?"
নার্স — "হ্যাঁ, একটু আগে ঘুম ভেঙেছিল। খাবার অল্প ~~[illegible]~~ খেয়ে, ওষুধ খেয়ে আবার ঘুমিয়েছে।"

দীপ — "কথা বলেছে?"

নার্স — "বলেছে, তবে কোনকিছু ঠিকমত বলতে পারছেনা, উল্টো পাল্টা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছে। অনেক সময় ডিপ শক থেকে এরকম হয়। এ অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেব কাউকে উনার সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।"

দীপ মাথা নাড়ায় — "ঠিক আছে।"

নার্স দ্রুতপদে বিদায় নিল।

(ঘ)

দীপ ক্লিনিকের বারান্দা থেকে নেমে সামনের পরিপাটি ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করছে আর গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা খুব কাছ থেকে দেখছে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, ও মেহগনি গাছের ডালপালা চারদিকে ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে, এর ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে, তবে জোৎস্না ম্লান হওয়ায় চারদিক বেশ অন্ধকার। কাছেই হাস্নাহেনা আর রজনীগন্ধা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, এ আঁধো অন্ধকারেও দীপ বোতলব্রাশের লাল ফুল দেখতে পেল। সে ঠিক করল আজকের রাতটা বারান্দায় বসে গল্প করে কাটাবে, এরকম রোমাঞ্চকর রাত তার জীবনে আর নাও আসতে পারে। হঠাৎ রাতের নির্জনতা ভেঙ্গে দেয় খাটাসের ডাক।

পৌনে দশটার সময় প্রকাশ ফিরল বোচকা-বুচকি হাতে নিয়ে। অবাক হয়ে দীপ প্রশ্ন করে — "বাড়ী তুলে আনলে নাকি?"

প্রকাশ হেসে বলে — "না, আপনার ঘুমানোর জন্য বালিশ আর চাদর আনলাম। সারারাত তো দাঁড়িয়ে থাকা যাবেনা।"

দীপ প্রকাশের বোচকা নামাতে সাহায্য করে, বলল — "আমাকে আপনি না, তুমি করে বলবে।"

প্রকাশ মাথা নাড়ায়। সে দ্রুতহাতে বিছানা করতে লাগল।

দীপ বাধা দেয় — "এখনি না, পরে বিছানা করো।"

প্রকাশ — "কেন?"

দীপ — "সবরাতই তো ঘুমাই, আজ নাহয় জেগে কাটাই। আসো

আমরা গল্প করে কিছুটা সময় কাটাই। আর [illegible] [illegible]
জরুরী দরকার হতে পারে।"

প্রকাশ হেসে বলে — "ঠিক আছে, গল্প করব। কিন্তু সেরকমও তো
আরাম করে বসার জায়গা দরকার, দাঁড়িয়ে থেকে সারারাত
গল্প করা যায়না।"

দীপ — "ঠিক বলেছো।"

প্রকাশ বারান্দায় বিছানা পেতে দিল।

দীপ আয়েশ করে বসে, প্রশ্ন করল — "এদিকে নকশালদের উৎপাত কেমন?"

প্রকাশ — "এখন নেই বললেই চলে।"

দীপ — "সে কি? আমি যে প্রায় কাগজে দেখি ----"

প্রকাশ — "ঝিনাইদহ - কালিগঞ্জের দিকে নকশালের প্রকোপ বেশী।
প্রায় প্রতিরাতেই ওদের দেখা যায়। এদিকেও আগে ছিল, তবে
এখন খুব কম।"

দীপ — "ভৌতিক আর কিছু আছে?"

প্রকাশ — "ভূতের উৎপাত এদিকে তেমন নেই।"

দারোয়ান একবার পুরো বারান্দাটা ঘুরে গেল, তাদেরদিকে তাকিয়ে বোঝার
চেষ্টা করল, তারপর চলে গেল।

দীপ — "ব্যাটার মতলব কি?"

প্রকাশ — "খারাপ না। বুঝতে চাচ্ছিল আমরা কে, চোর কিনা।"

দীপ হাসল — "চোর বোচকা নিয়ে বসে থাকেনা।"

প্রকাশ — "ওই-তো কিছু বলল না।"

চারদিকে সুনসান নীরবতা, মাঝেমাঝে রাতজাগা পাখি ডাকে, কখনও
দুর্বোধ্য ভৌতিক শব্দ বিচিত্র মাত্রা যোগ করছে।

গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে বরাবরই দুর্বার আকর্ষণ দীপের, তার মনে অনেক
প্রশ্ন কিন্তু কিভাবে শুরু করবে ঠিক করতে পারছেনা।

কিছুক্ষণ পর দীপ প্রশ্ন করল — "এদিকে চুরি-ডাকাতি হয় কেমন?"

প্রকাশ হাত নাড়ে — "তেমন না।"

দীপ মুচকি হাসল — "আমি অন্যরকম শুনেছিলাম।"

প্রকাশ প্রতিবাদ করল — "মাস কয়েক আগে খুব ডাকাতি হচ্ছিল। ডাকাতদল একযোগে পুরো গ্রাম ডাকাতি করত। তখন আমরা সবাই পালা দিয়ে টর্চ-বর্শা-লাঠি নিয়ে পাহারা বসাতাম। কিন্তু এখন আর ওধরনের ডাকাতি হয়না। আর চুরি নাই বললেই চলে।"

আনমনা হয় দীপ, তার স্বপ্নীল চোখে ভাসে ছোটবেলার স্মৃতি, একটু থেমে বলল — "আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম, ৪-৫ বছর বয়স হবে, নাটোরের এক গ্রামে থাকতাম। সেখানে প্রায় চুরি হত, মাঝেমাঝে চোর ধরাও পড়ত। আমি দুবার চোর ধরা পড়তে দেখেছি, তখন চোর ধরা পড়লেই বেধড়ক পেটানো হত। একবার রাতে ঘুমিয়েছি, মাঝরাতে হঠাৎ আর্তনাদ-কান্না আর প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমরা সবাই বের হয়ে দেখি বাইরে অনেক আলো। সেসময় গ্রামে বিদ্যুৎ বা সৌরবিদ্যুৎ ছিলনা, ২-৩টা বড় হ্যাজাক জ্বালিয়ে বটগাছে ঝুলানো হয়েছিল, তাতেই বিশাল মাঠ যা চলনবিলের পাড় থেকে বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত, আলোয় ভরে গিয়েছিল। পুরো মাঠ লোকে লোকারণ্য, ৪-৫টা গ্রাম থেকে লোকজন এসেছে চোর পেটানো দেখতে। বটগাছের নিচে অস্থায়ী মঞ্চ, দুপাশে চেয়ারম্যান-ইউপি মেম্বারসহ গণ্যমান্য লোকজন বসে আছে আর মাঝখানে হাত-পা বাঁধা চোরকে পেটানো হচ্ছে। কয়েকটা বাঁশের কঞ্চি জোড়া দিয়ে মোটা চাবুক বানানো হয় যা দিয়ে চোরকে পেটানো হয়, ২-৩ সেকেন্ড পরপর একেকটা বাড়ি পড়ছে চোরের পিঠে-হাতে-পায়ে, আর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠছে। এভাবে অনেকক্ষণ চোরকে পেটানো হতো। মারের চোটে চোর তার ৭৪ জন্ম স্মরণ করে মাফ চাইতো।"

প্রকাশ চোখ বড়বড় করে তাকাল — "সত্যি ওভাবে চোরকে পেটানো হতো?"
দীপ — "হ্যাঁ।"
প্রকাশ — "আমাদের এখানে চোর ধরা পড়লে খুব মার খায়, তবে সেটা জন দু জনই। ওভাবে ঘটা করে পেটানো হয়না।"
দীপ মাথা নাড়ায়।
প্রকাশ স্বগতোক্তি করল — "ভাতের জন্য যে চুরি করে তাকে মেরে কি লাভ? বড় চোর যে লাখ লাখ টাকা চুরি করে তাদের ধরে পেটানো উচিত।"
দীপ — "সেরকম বড় চোর আছে নাকি এখানে?"
প্রকাশ হাসে — "বলেন কী? গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ থাকবে আর চুরি হবেনা সেটা কিভাবে সম্ভব। প্রত্যেকবার লাখ লাখ টাকা খরচ করে চেয়ারম্যান হয় কিজন্যে?"
দীপ — "তোমাদের চেয়ারম্যান ভাল না?"
প্রকাশ — "না, প্রত্যেক বছর ইউনিয়ন অফিসে যত টাকা আসে সব ওরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। ওখানকার রাস্তায় হাঁটলেই বুঝতে পারবেন অবস্থা কত শোচনীয়। বন্যা হলে, ঘূর্ণিঝড় হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায়, ~~ক~~ আর চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়।"
দীপ — "সত্যি!? তবে তুমি সরাসরি কিছু দেখেছ?"
প্রকাশ — "গতবছর বন্যা হলে সরকার থেকে ত্রাণ দেওয়া হয়।"
দীপ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকে থামাল — "কতটুকু ত্রাণ? এটা কি পর্যাপ্ত?"
প্রকাশ হাসল — "৫ জন মানুষ থাকলে ২ জনের জন্য চাল আসে। যাও আসে তা হাপিশ হয়ে যায়। গতবার ত্রাণের চাল আমি নিজের চোখে ইউনিয়ন অফিসে ঢুকতে ~~[illegible]~~ দেখেছি। ঠিক সেরাতের মধ্যেই অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে প্রায় সব চাল বের হয়ে গেল। এটাও নিজের চোখে দেখা।"

দীপ অবাক হল — "কেউ কিছু বলল না ?"

প্রকাশ — "না, বয়স্করা জানত প্রতিবাদ করে লাভ হবেনা। ৪-৫ জন কমবয়সী ছেলে বেশ শোর তুলেছিল; ১ জন গুম হলো, আরেকজনের হাত-পা পিটিয়ে ভেঙে দিল, ২ জনকে গ্রামছাড়া করা হয়,

বাকীরা ভয়ে আর কিছু বলেনি।"

দীপ ঘাড় ঘোরাল, সব জায়গায় একই কাহিনী অথচ কোন প্রতিকার নেই। কয়েকসেকেন্ড পর দীপ বলে — "তোমরা ভোট দাও কেন এধরনের লোককে ?"

প্রকাশ হাসল — "এটা আমার কাছেও পরিষ্কার না।"

দীপ — "তাহলে কারা এটা জানবে ?"

প্রকাশ — "ভাল লোক ভোটে দাঁড়াতে চায়না, যারা দাঁড়ায় তারা তেমন ভোট পায়না। খারাপ লোক যাদের টাকা আছে, তারা টাকা দিয়ে ভোট কিনে নেয়। গরীব মানুষ ঠিকভাবে কোনদিন খেতে পায়না, কিছু টাকা পেলেই তারা ভোট দেবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু দেখছি না।"

দীপ — "আর যারা গরীব নয় তারা ?"

প্রকাশ — "দেখবেন সবাই কোন না কোনভাবে কারো আত্মীয়-স্বজন হয়। এছাড়া হঠাৎ কোন সমস্যা হলে, থানা-পুলিশ করতে হলে এরা ভাল সাহায্য করে। ব্যক্তিগত কারণেও অনেকে ভোট দেয় যদিও তারা খুব ভাল করেই জানে এদের দিয়ে গ্রামের কোন কাজ হবেনা।"

দীপ — "এর বাইরে কেউ নাই ?"

প্রকাশ — "অনেকে ভোট দেয়না, তাদের ভোট টাকায় বদলে কেউ না কেউ ভুয়া ভোট দেয়। আর যারা বিপক্ষে ভোট দেয় তাদের ওপর শাসানির প্রভাব পড়ে। ভোটে জেতার পরই বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করা আরম্ভ হয়। অনেকে নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে গ্রামছেড়ে চলে যায়।"

(ঙ)

দীপের কাছে গ্রাম্য ছোটের ব্যাপারটা এতদিন অজ্ঞাতই ছিল, ঠিকভাবে কোনকিছুই আন্দাজ করতে পারত না। কিন্তু এখন প্রকাশের সঙ্গে কথা বলার পর ~~অর~~ পুরো ব্যাপারটা একটা পরিষ্কার অবয়ব পেল। সে চুপ করে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে লাগল।

হঠাৎ রোগীর ঘর থেকে জোরে ~~শব্দ~~ আওয়াজ আসল। চকিতে দীপ ও প্রকাশ দৌড়ে গেল, ভেতরে যেয়ে দেখল নার্স বেশ আতঙ্কিত, রোগীর ঘুম ভেঙে গেছে, তবে নার্স বিহ্বলভাব কাটিয়ে উঠল, রোগীর জ্বর বেড়েছে, বমি করছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। প্রকাশ দৌড়ে পানির বোতল আনল, দীপ আগেই স্যালাইন-গ্লুকোজ এনে রেখেছিল; ওরা খুব সাবধানে রোগীকে সেবা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী আবার ঘুমিয়ে পড়ল, ওরা একটু পর চলে আসল।

দীপ — "হঠাৎ এত জ্বর-বমি হল ?"

প্রকাশ — "শরীর খুব দুর্বল, একন্যে এরকম হয়।" সে তার অভিজ্ঞতা থেকে বলে এটা।

দীপ — "কাল সকালেই যশোর হাসপাতালে নিতে হবে।"

প্রকাশ — "হ্যাঁ, ভোর হলেই আমরা নিয়ে যাবো।"

বেশ কিছুক্ষণ দুজনই চুপ করে থাকল। একটু পর প্রকাশ প্রশ্ন করে — "আপনি কোথায় চাকরি করেন ?" ঢাকাবাসী সম্পর্কে তার বেশ কৌতূহল, মাথায় ~~অ~~ অনেক প্রশ্ন আছে তার কাছে।

দীপ — "একটা আইটি ফার্মে।"

প্রকাশের কৌতূহল বাড়ল — "কি কি কাজ হয় ওখানে।"

দীপ — "ওয়েবসাইট ডিজাইন - ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব হোস্টিং, অনলাইন প্রমোশন, কল সেন্টার, এইরকম কাজ।"

প্রকাশ ওয়েবসাইটের ব্যাপারটা জানে, কিন্তু বিস্তারিত ধারণা নেই। সে অবশ্য মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তাই ধারণা গ্রামের অন্যদের চেয়ে বেশী,

নীপ তার অপ্রস্তুত অবস্থাটা টের পেল, পরবর্তী ৫ মিনিট তার কাজ সম্পর্কে মোটামুটি ব্রিফ করল। প্রকাশ ওয়েব ডিজাইন, হোস্টিং, সফটওয়্যার সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা লাভ করল।

প্রকাশ — "ভাই, আপনার অফিস বাসা থেকে কতদূরে?"

নীপ — "অনেকদূর, যেতে আসতে ৩-৪ ঘণ্টা লাগে। তবে তুমি যদি আমাকে আপনি করে বলতে থাকো তাহলে আমাকে আর প্রশ্ন কোরনা।"

প্রকাশ লজ্জা পেল, বলল — "এখন কি নিয়ে কাজ করছো?"

নীপ — "রিয়েল এস্টেট লিস্টিং সফটওয়্যার / অ্যাপ্লিকেশন। মানে হলো, যারা বাড়ী বা ফ্ল্যাট ও জমিজমা বিক্রি বা ভাড়া দিতে চায় তারা ফ্রি এ সাইটে বিজ্ঞাপন দিতে পারে।"

প্রকাশ cellbazar ও bikroy সাইট দুটো দেখেছে, কাজেই সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারল।

প্রকাশ — "কাজটা কি খুব কঠিন?"

নীপ — "হ্যাঁ, বেশ কঠিন। আমি যখন শুরু করি তখন যতটা সহজ মনে হয়েছিল, শুরু করার পর টের পেলাম তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।"

একটু থেমে বলল — "মালিকরা দেশের বাইরে থেকে আগে দুইটা সফটওয়্যার কিনেছিল এ কাজের জন্য। প্রথমটা দিয়ে তারা কাজই করতে পারেনি কারণ ওটা অখাদ্য ছিল। পরে বেশ দাম দিয়ে আরেকটা সফটওয়্যার কেনে যেটা কিছুদিন ভালভাবে কাজ করে, কিন্তু দুদিন পরপর ডিম পাড়তে থাকে।"

প্রকাশ হেসে ফেলল।

নীপ যোগ করল — "পরে আমি ওদের ব্যাক-এন্ডের কোড দেখলাম, দেখেই আমি বুঝলাম যে, ওটা খুব অগোছালো কাজ, যে করেছে সে খুব জটিলভাবে করেছে এবং হিজিবিজি ধরনের কোড করেছে।"

একটু বিরতি দিয়ে দীপ বলল — "ওরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রায় ১০০টি
ডাটাবেস টেবিল ব্যবহার করেছে; যেটা আমি শুধু করেছি
মাত্র ২০টা টেবিল দিয়ে। কোন কারণ ছাড়াই একটা
পেজে ১৫-২০টা রিকারসিভ কল করেছে যা স্ক্রিপ্টকে
দুর্বল, অসম্ভব স্লো করে।" আর ওদের সিকিউরিটি
ব্যবস্থা ছিল খুব নাজুক।"

প্রকাশ — "এধরনের কাজ তো অনেক বড়?"

দীপ — "হ্যাঁ, খুব বড়।"

প্রকাশ — "নিশ্চয় অনেকজন মিলে কাজ করে?"

দীপ — "সাধারনত ~~[illegible]~~ ৩-৫ জন একসাথে এধরনের প্রজেক্ট
করে। কিন্তু এটা আমি একাই করেছি। এখন কোডিং
দুয়েকজন লোক নিয়েছে।"

কেন যানি প্রকাশের মনে বেশ ভক্তি জন্মাল।

প্রকাশ — "ভাই, কতদিন লাগল এ কাজ করতে?"

দীপ — "সাড়ে চার মাস। পুরোটা শেষ করতে মোট ৬ মাস হবে।"

প্রকাশ — "~~[illegible]~~ এটা কি কম না বেশী সময়"

দীপ — "আমি যখন কাজ শুরু করলাম তখন তাদের ধারণা ছিল
আমি খুব ধীরে কাজ করছি, টাইপিস্টদের মত ফাস্ট করে
টাইপ করছি না। তারা খুব দ্বন্দ্বে ছিল যে আদৌ আমি
কাজটা করতে পারব কিনা। ওখানে যারা কাজ করত তারা
সব মার্কেটিং-এর লোক, প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা নেই।
এধরনের নেতিবাচক, আজেবাজে কথাবার্তা আমাকে খুব
হতাশ করত। তারপরও দ্রুতহাতে আমি একা মাত্র ১মাসে
পুরো অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাকবোন আউটলাইন তৈরি
করি যার ওপর ভিত্তি করে সফটওয়্যারটা চলবে।"

দীপ তার যন্ত্রণা ক্রমাগত উগরে দিচ্ছে — "এরপরও তাদের ধারণা হল যে কাজ খুব স্লো হচ্ছে; তারা ভাবত 'কি-বোর্ডে ফেললাম বাড়ি, কাজ হলো সারি'। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা ছিলনা। ~~এক~~ ~~প্রথম~~ বিশাল স্ক্রিপ্টের প্রত্যেকটি লাইন আমাকে যাচাই করতে হচ্ছিল। এরপর আমার ভাইয়ের বিয়ে নিয়ে ২ সপ্তাহ কাজ থেকে ফোকাস চলে যায়।"

প্রকাশ — "ভাইয়ের বিয়ে হল কবে?" পাত্রী কোথাকার?"

দীপ — "২০ ফেব্রুয়ারি। পাত্রী সল্টলেকেই থাকে।" সংক্ষেপে বিয়ের কিছু মজার ব্যাপার বলল সে।

প্রকাশ — "তারপর? তারা আবার খোঁচালো?"

দীপ — "হ্যাঁ, খোঁচাখুঁচির ব্যাপারটা তারা ১ম দিন থেকেই চালিয়ে গেছে; কখনই থামেনি। এরপর আবার একটানা কাজ করা শুরু করলাম। আমি যেরুমে কাজ করতাম সেখানে খুব শব্দ হত, আমি কনসেনট্রেশন রাখতে পারতাম না। এমন না যে, একটু শব্দ হলেই আমার সমস্যা হয় বা কেউ কিছু বললে আমি কানপেতে শুনি। আমি কাজের মধ্যে ঢুকে গেলে পাশে যদি কেউ ড্রামও বাজায় আমি খেয়াল করিনা, কিন্তু হঠাৎ ফোকাস ব্রেক হয়ে গেলে সমস্যায় পড়ি, নয়েস থাকলে আর কনসেনট্রেট করতে পারিনা।"

দীপ বিরতি নিল, আবার বলল — "পরে সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই অফিস থেকে চলে গেলে পুরোদমে কাজ করব। তাই দেরী করে অফিসে যেতাম, রাত ৮টায় বেরোতাম। ৬টায় অফিস ছুটি হত, টানা ৩ ঘন্টা নিশ্ছিদ্র সময় পেতাম, খুব ভাল একটা টান দিলাম, ১ মাসের মধ্যে সাইট তৈরি হল, মোট ৩ মাস লাগল।"

প্রকাশ খুশী হল — "তাহলে বড় কাজটা শেষ হল?"

দীপ দুপাশে মাথা নাড়াল — "এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের বৈশিষ্ট্য হল এটা বানানো যত সহজ, ব্যবহারকারীদের চাহিদানুযায়ী আপডেট ও ফাইন-টিউন করা ততটাই কঠিন। আপডেট করতে গিয়ে যদি এটা লাইনে একটা কমা বা সেমিকোলনও ভুল হয় সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ১০-১৫টা পেজ বা ডাটাবেসের ডাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি কাজ শুরু করলাম জানুয়ারিতে আর শেষ করলাম এপ্রিলের প্রথমে। এরপর পড়লাম ওয়ার্কার একঘেয়েমিতে।"

প্রকাশ অবাক হয় — "একঘেয়েমি?"

দীপ ব্যাখ্যা করে — "একই ~~[illegible]~~ বিষয়ে একটানা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজ করতে করতে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। আমার ব্রেন আর আগের মত কাজ করতে পারছিল না, আমি একটা ব্রেক, একটা ছোট বিরতি চাচ্ছিলাম। সপ্তাহে টানা ৬ দিন একই ব্যাপারে কাজ করাটা আমার কাছে একঘেয়ে লাগছিল।"

প্রকাশ চোখ বড় করে তাকাল — "কেন? সব অফিস তো ৫ দিন।"

দীপ — "~~ঐ~~ ওগুলো সরকারী অফিস, বেসরকারী অফিসের শিডিউল আলাদা। কাজ শেষ হলে অনেকগুলো বাগ বেরোল।"

প্রকাশ — "বাঘ?"

দীপ হাসল — "বাঘ না বাগ, মানে প্রোগ্রামে কিছু ভুল ছিল যেটা ঠিক করতে হবে। পরে বস আবার নতুন কিছু ফিচার যোগ করে যা নতুন সমস্যা তৈরি করে। ফলে আবার আমাকে কাজ শুরু করতে হয়। এদিকে ওয়ার্কার ~~বি~~ একঘেয়েমির জন্য আমি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারলাম না। আরও ~~[illegible]~~ ১ মাস গেল এভাবে, কিন্তু কাজ তেমন এগোল না।"

প্রকাশ এবার প্রশ্ন না করে পারল না — "ওটা করতে আসলে কতদিন ~~[illegible]~~ ~~আর~~ লাগতে পারে?"

দীপ — "আমি যদি ঠিকভাবে কাজ করতে পারতাম তাহলে ৬ মাস ~~[illegible]~~ ~~কমপক্ষে~~ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এত সমস্যার মধ্যে এটা সম্ভব না।"

প্রকাশ — "অন্যরা কিভাবে একটানা কাজ করে? একঘেয়েমির সমস্যা হয়না তাদের?"

দীপ হাসল — "আসলে এধরনের কাজ সাধারনত কেউ একা করেনা। ৩-৫ জন একসাথে কাজ করলে একঘেয়েমি থাকেনা, সবাই নতুন কিছু বের করে, সমস্যায় পড়লে সমাধানও সহজ হয়। কি"

অনেকক্ষন ধরে এটা মাথা চেপে ধরেছিল কানের কাছে, দীপ ওঠা দাঁড়াল, পা সোজা করে উঠে দাঁড়াল। প্রকাশও দাঁড়াল, একটানা বসে থাকায় মাথা ব্যথা করছে।

প্রকাশ — "একঘেয়েমি দূর করতে পারো না?"

দীপ — "~~১/২ মা~~ ১ বা ২ সপ্তাহ অন্য কাজ করলেই ~~মাথা রিফ্রে~~ ব্রেইন রিফ্রেশ হতো। বসকে বলেছিলাম, কিন্তু রাজি হয়নি।"

~~প্রকাশ — "তাহলে ওখানে কাজের পরিবেশ, বিধিনিষেধ?"~~

প্রকাশ — "অফিস পলিটিক্স আছে?"

দীপ — "না, দুয়েকটা ব্যাপার ছাড়া তেমন কিছু মনে হয়নি আমার কাছে। তবে ওগুলোও খুব জটিল কিছু না। তবে একটা ব্যাপার ..."

প্রকাশ — "কি ব্যাপার?"

দীপ — "অফিসে সবকিছু খুব ওয়েল করভাবে মনিটর করা হয়। প্রত্যেকটা রুমে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো, আমরা কখন কী করি সবকিছু পর্যবেক্ষন করা হয়;। আমাদের কম্পিউটারগুলো নিয়মিতভাবে চেক করা হয়। তবে ওসবে আমার কোন আপত্তি নেই; কারন কোম্পানী দেখতেই পারে এমপ্লয়িরা ঠিকভাবে কাজ করছে ~~না~~ কিনা।"

একটু থেমে নিঃশ্বাস নিল, আবার শুরু করল — "তবে যেটা আমার ঘৃনার উদ্রেক করে সেটা হলো কম্পিউটারের আইপি, করা। অফিসে

কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই আমি টের পেলাম যে আমার পিসিতে স্পাই এপ্লিকেশন সেট করা আছে, যা দিয়ে আমি কম্পিউটারে কি করি না করি সবকিছু অনায়াসে ট্র্যাক করতে পারছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে ওটা কিবোর্ড ট্র্যাক ডিটেক্টর ধরনের কিছু হবে; এটা স্ট্যান্ডার্ড স্পাই ওয়্যার যা প্রায় সব হ্যাকাররা ব্যবহার করে, এটা যে কম্পিউটারে সেট করা হয় সে কম্পিউটারে ব্যবহারকারীর প্রত্যেকটা কি ট্র্যাক হ্যাকার ডিটেক্ট করতে পারে।"

প্রকাশ খুব কৌতুহলী হয়ে উঠল, আগ্রহভরে প্রশ্ন করল — "তাহলে আমি যদি অন্যের কম্পিউটারে ওটা সেট করি, তাহলে তার পিসিতে হাত না দিয়েও আমি তার সবকিছু জানতে পারব?"

দীপ হাসল — "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

প্রকাশ হাততালি দিল — "এটা দারুণ জিনিস, স্যার বলেন না কেন। এরকম একটা দরকার, তাহলে বিলিয়নিয়ার কারো কম্পিউটারে বসাবো, তার ব্যাঙ্কের সব টাকা হাতিয়ে নেবো।"

দীপ হেসে ফেলল, প্রকাশও যোগ দিল।

প্রকাশ সামলে বলল — "তারপর?"

দীপ — "কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা আরো ভয়াবহ ছিল। ওরা আমার পিসিতে রিয়াল ট্র্যাকার বসায়। ওটা আরো মারাত্মক; এটা ব্যবহার করে তারা সরাসরি আমার সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল। তারা আমার সবকিছু দেখতে শুরু করল; আমার মেইল, ব্যক্তিগত ইনফরমেশন, কাজ, ফাইলগুলো, এমনকি আমার একান্ত গোপনীয় মেইল-মেসেজগুলোও তারা চোরের মত দেখা আরম্ভ করল। আমার ব্যক্তিগত বলে কোনকিছু থাকল না, আমার নিজস্ব সবকিছু কোম্পানির সম্পত্তি হয়ে গেল। এটা সত্যি ভয়ানক একটা ব্যাপার।"

প্রকাশ চুপ করে তন্ময় হয়ে শুনছে।

দীপের কন্ঠে শ্লেষ ঝরে পড়ল — "আরো নোংরা ব্যাপার হলো, আমার কলিগরা যারা সবদিক থেকে আমার জুনিয়র তারা নিয়মিত আমার জিনিস ইউজ করত। বস তাদেরকে ব্যবহার করত আমার সার্বজনিক কার নজরদারি করতে। এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার গোপন-ব্যক্তিগত সব তথ্য তারা পেয়ে গেল, আমার নিজের বলে কিছুই থাকল না। এটা অসম্ভব লেগ্ংর একটা ব্যাপার। ব্যাপারগুলো আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো আমার মনের উপর, কাজের উপর প্রভাব ফেলছিল। আমি কাজের গতি ধীর করে দিলাম।"

প্রকাশ — "আপনি কিছু বলেননি?"

দীপ পাল্টা প্রশ্ন করল — "কি বলব?"

প্রকাশ হাতে তুবড়ি দিয়ে বলল — "জুনিয়রগুলোকে ধরে এমন মারিয়ে দেবেন যেন মারা সোজা করতে না পারে।"

দীপ হাসল — "মাঝেমাঝে আমার সেরকম ইচ্ছা হতো। তবে ওরা বসের নিকটাত্মীয়, কাজেই সেরকম কিছু করা সম্ভব ছিল না।"

প্রকাশ — "আপনি কিছু করলেন না?"

দীপ মৃদু হেসে বলল — "আমি অপেক্ষা করছিলাম ওদেরকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। একজনের ব্যক্তিগত জিনিস অন্যায়ভাবে দেখলে কেমন লাগে আমি সেটা তাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম। অবশেষে একদিন সুযোগ পেলাম।"

প্রকাশ চোখের পলকও ফেলছে না, নিবিষ্টমনে কথা শুনছে।

দীপ — "আমাদের অ্যাডমিন বারী ভাই একদিন আমার সিস্টেমে বসল ও তার জিমেইল সাইন আউট করতে ভুলে গেল। আমি দেরী করেছিলাম অফিসে যেতে, পৌঁছে দেখি সুবর্ণ সুযোগ। মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, চাচ্ছিলাম এমন একটা

সময় কাজ করতে যখন সবাই আমার কার্যক্রম দেখতে
পারবে, বিশেষত বস্। দুপুরে লাঞ্চের পর
আমি বাকী ভাইয়ের মেইল দেখা আরম্ভ করলাম।
প্রথমে ঠিক করলাম তার সবগুলো মেইল এটা একটা করে
চেক করবো, তাতে সবাই মজা পাবে।
কিন্তু পরে এটা বাদ দিলাম। আরেকজনের
ব্যক্তিগত মেইল দেখাটা নেহাৎ ই নিচু মানসিকতার লক্ষণ,
তাই ঠিক করলাম বিজনেস মেইলগুলো দেখার জন্য। আমি
জানতাম বাকী ভাই ক্যাসিনো লিংক সেল করে,
তার এধরনের মেইলগুলো দেখলাম ও ইমেইল এড্রেসগুলো
কপি করতে থাকলাম। ক্যাসিনো নিয়ে আমার কখনও কোন
আগ্রহ নেই, কন্টাক্ট অ্যাড্রেস নিয়েও আমার লাভ নেই
কারণ আমি লিংক সেল করিনা। তারপরও এটা করলাম
মজা দেখার জন্য।"

প্রকাশ — "তারপর.."

দীপ — "আমার উল্টোদিকে যারা বসে আছে তারা আর সহ্য করতে
পারছিল না, অধৈর্য হয়ে কমেন্ট করা শুরু করল। আমি
কোনমতে হাসি আটকালাম। আসল মজাটা হল এরপর।
হঠাৎ দেখি বস প্রায় দৌড়ে রুমে ঢুকল, কোন চিন্তা
না করে সোজা আমার সামনে হাজির, তার চোখেমুখে উদ্বেগ, আমাকে
একটা অদ্ভুত ইনস্ট্রাকশন দিল। বস যখন ভেতরে ঢোকে
তখন আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, আমি ঠিক করতে
পারছিলাম না রিমোট উইন্ডো খোলা রাখব নাকি চেঞ্জ
করে অন্য উইন্ডো আনব। আমি চাচ্ছিলাম বস নিজের
চোখে বাকী ভাইয়ের রিমোট উইন্ডো খোলা দেখুক এবং

অনুভব করুক অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য অন্যায়ভাবে দেখলে কেমন লাগে। সিদ্ধান্ত নিতে আমার প্রায় ২০ সেকেন্ড সময় লাগে, ততক্ষণে তিনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখতে পেলেন। আমি যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করলাম যদিও আমার ভেতরে তখন যুদ্ধজয়ের আনন্দ।"

প্রকাশ খুশিতে নেচে উঠল, ছোটমানুষের মত হাততালি দিয়ে বলল — "ঠিক, খুব ভাল কাজ করেছেন। উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।"
যোগ করল — "এভাবে ছলনাকারীদেরকে শাস্তি দিতে হয়।"
দীপ হেসে বলল — "তবে এটা ব্যাপারে খারাপ লাগল। আর সেটা হল বাপী ঠিক। ঐ লোকটা খুব সহজ-সরল, ভালমনের মানুষ। একটু বেশী কথা বলে আর কিছু ব্যাপারে নাক লাগিয়ে ফেলেন বলে অনেকেই তার পেছনে লাগে; এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ, যে সরল লোকের পেছনে সবাই লাগে। আর তার মেইল নিয়ে যে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হলো এটা সত্যি আমাকেও পীড়া দিচ্ছিল। কিন্তু এছাড়া আমার হাতে অন্য কোন উপায় ছিল না।"

~~প্রকাশের প্রশ্ন~~

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর প্রকাশ মুখ খুলল, তার গলায় ব্যাকেডর সন্দেহ ঝরে পড়ল — "তাহলে কি তোমার অফিসের পরিবেশ ভাল না মানে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সন্দেহ বেশী ?"
দীপ — "না, ব্যাপারটা সেরকম না। বরং আমাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল। সবাই সবার খেয়াল রাখি, একে অন্যকে সাহায্য করি, অন্য অনেক অফিস থেকেই ওখানকার পরিবেশ ভাল। ~~শুধু~~ আমাদের সঙ্গে বসদের সম্পর্ক খুব ভাল ও সহজ। ~~সেখানে~~ কিন্তু একটাই

সমস্যা, সেটা হল আইডিয়া।"

গল্প করতে করতে কখন যে রাত পার হয়ে গেল ওরা কেউ খেয়াল করেনি। দীপ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত সাড়ে চারটা বাজে। আর কিছুক্ষণ পর ফজরের আযান দেবে, তারপর ভোর। ওরা দুজনই বিছানায় শুয়ে পড়ল, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার তাদের। গ্রামের রাতের সুনসান নিরবতা, বিরতিহীন ঝিঁঝিপোকার ডাক আর রাতজাগা পাখির হঠাৎ হঠাৎ কিচিরমিচির দীপকে একটা অসাধারণ রাত উপহার দিল।

(চ) পরদিন সকালে শিখাকে যশোর হাসপাতালে নেওয়া হল উন্নত চিকিৎসার জন্য। নার্স জানাল সকালে ঘুম থেকে উঠে শিখা বেশ ভাল বোধ করে, কিছু কথাও বলে, তার বাসার ঠিকানা জানায়, তার শোচনীয় দুর্ভোগের কথাও কিছুটা জানায়। প্রকাশ সম্পর্কে শিখার বাসায় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তার সকালে এসে শিখাকে ভালভাবে দেখেন, কিছু ওষুধ দেন, ড্রেসিং বদলে দেন।

সকাল নটায় অ্যাম্বুলেন্স আসে, সবাই ধরাধরি করে শিখাকে তুলে দেয়। রোগী সুস্থ থাকায় ডাক্তার-নার্স স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, তারা খুশি সুচিকিৎসা দিতে পেরে।

প্রকাশ দীপকে বিদায় জানাতে বাসস্ট্যান্ডে এসে। চৌড়ি মোড়টা সকালে সরগরম হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ – "এদিকে আসলে আমাদের বাসায় এসো।"

দীপ – "অবশ্যই আসবো। ঢাকায় বা যশোরে কখনও গেলে আমার বাসায় যাবে, ফোন দিও, আমি নিয়ে যাব।"

প্রকাশ মাথা নাড়ায় — "আচ্ছা।"

দীপ বাসে উঠে পড়ে, বাস ছেড়ে দেয়, হাত নেড়ে সে তার একরাতের বন্ধুকে বিদায় জানাল। নীল আকাশের নিচে সবুজ ধানক্ষেতের পাশে বাস ছুটে চলতে শুরু করল।

দীপ — "নিউটনের তৃতীয় সূত্রের বাংলা সংস্করণ কি জানো?"

প্রকাশ দুদিকে মাথা নাড়ায় — "না।"

দীপ — "ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।"